দৈনিক বাংলা

তারিখ ... ১৭/৩/৭৮ ... ...
পৃষ্ঠা ... ... ৫ কলাম ... ৩ ... ...
২৩১

এইখানে তোর দাদীর কবর ডালিম গাছের তলে/তিরিশ বছর ভিজায়ে রেখেছি দুই নয়নের জলে। 'কবর' কবিতার এই অশ্রুভেজা লাইনগুলি যখন রচনা করেছিলেন, তখন পল্লিকবি জসীমউদ্দীন হয়তো ভাবেননি, তাঁকেও একদিন শেষশয্যা নিতে হবে ঐ ডালিম গাছেরই তলে। তাঁর জন্মস্থান ফরিদপুরের তাম্বুলখানা গ্রামে। তিন বছর আগে এই দিনে পল্লী-বাংলার জনজীবনের সুদক্ষ রূপকার কবি জসীমউদ্দীন এদেশের মানুষকে কাঁদিয়ে বিদায় নিয়েছেন রৌদ্রছায়াময় পৃথিবী থেকে, তাঁর 'কবর' রচিত হয়েছে সবুজ শ্যামলিম গ্রামীণ পরিবেশে।

আজ কবির তৃতীয় মৃত্যু-বার্ষিকী দিবসে দেশবাসী কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করবে তাঁর অমর অবদানের কথা, সেমিনারে আলোচনাসভায় তুলে ধরা হবে কবির জীবন ও সাহিত্যকর্মের বিভিন্ন দিক, বেতারে টেলিভিশনে পরিবেশিত হবে তাঁর গান, তাঁর কবিতা, কবির ভক্ত অনুরক্তরা অশ্রুভেজা চোখে পুষ্পস্তবক অর্পণ করবে কবির 'কবরে'—মনে পড়বে তাদের সেই অনবদ্য পংক্তি; 'এইখানে তোর দাদীর 'কবর' ডালিম গাছের তলে। তিরিশ বছর ভিজায়ে রেখেছি দুই নয়নের জলে।'

'নকশী কাঁথার মাঠ'-এর কবি গ্রামবাংলার জনজীবন ও প্রাকৃতিক পরিবেশের অকৃত্রিম রূপকার জসীমউদ্দীন তাঁর বিভিন্ন রচনায় এদেশের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, হাসি-কান্না, সংগ্রাম-সাধনাকেই অনুপম নৈপুণ্যে ভাষা দিয়ে গেছেন। শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথের ভাষায় 'জসীমউদ্দীনের কবিতা সুন্দর কাঁথার মতো করে বোনা।' তাঁর কবিতাগুলোর মধ্য দিয়ে বাংলার পল্লীজীবন আশ্চর্য সুন্দর ছবির

জসীমউদ্দীন স্মরণে

পর্যবেক্ষক

মতো ধরা দিয়েছে।'

জসীমউদ্দীনের কবিতায় পল্লী প্রকৃতি ও মানুষের জীবনধারায় ছবি রূপ পেয়েছে ব্যাপকতর, ঘনিষ্ঠতর ও সুন্দরতররূপে। তিনি শুধু খন্ড কবিতায় ও গানেই পল্লীজীবনের রূপচিত্র অংকন করেননি, বিভিন্ন আখ্যান ও কাহিনীকাব্যে, এবং গীতিনাট্যেও এদেশের পল্লী প্রকৃতি ও গ্রাম জীবনের বৈচিত্র্যময় ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন। তিনি যেমন কবিতায় সমাজবদ্ধ মানুষের জীবনের ছবি এঁকেছেন তেমনি রূপ দিয়েছেন বেদেদের জীবনধারার চিত্রও। তাঁর নকশীকাঁথার মাঠ', 'সোজনবাদিয়ার ঘাট', 'সখিনা' ইত্যাদি কাহিনী কাব্যে যেমন গ্রাম জীবনের ছবি রূপায়িত, তেমনি 'রাখালী' 'বালুচর' ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থের খন্ড কবিতাও গ্রামজীবন নানারূপ ও রেখায় বিধৃত। তিনি যেমন রোমান্টিক দৃষ্টিতে পল্লীর নিসর্গচিত্র অংকন করেছেন, তেমনি বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে ফুটিয়ে তুলেছেন পল্লীর মানুষের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও বিরহ-বেদনার ছবি।

পল্লীবাংলার জনজীবনের সুদক্ষ রূপকার, মরমী কবি জসীমউদ্দীন তাঁর আজীবন সাধনায় আধুনিক বাংলা কাব্যে এক স্বতন্ত্র ধারার প্রবর্তন করেছেন। পল্লী প্রকৃতি ও জীবননির্ভর কবিতা রচনায় জসীমউদ্দীনের পূর্বসূরী অনেকে আছেন বটে, কিন্তু এক্ষেত্রে দীর্ঘদিনের সাধনা ও সাফল্য তাঁকে একটি বিশেষ পরিচিতি দিয়েছে, মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছে। লোক সাহিত্যের—বিশেষত কাহিনীকাব্যের ধারাকে অনুসরণ করে তিনি আধুনিক বাংলা কাব্যে প্রবর্তন করেছেন এক নতুন ও উল্লেখনীয় ধারা। সৃজনবুদ্ধি ও স্বকীয় প্রতিভাবলে তিনি রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের কাব্যধারাকে এড়িয়ে গিয়ে লোকঐতিহ্য ও গ্রাম সংস্কৃতিকে কাব্যের উপজীব্য করে নিয়েছেন। জসীমউদ্দীন ছিলেন সংবেদনশীল কবিপ্রাণ ও সৃষ্টিশীল কবিপ্রতিভার অধিকারী; গ্রামীণ প্রাকৃতিক পরিবেশ ও জনজীবনের সাথে ছিল তাঁর গভীর অন্তরঙ্গ পরিচয়। তাঁর কবিতায় বাস্তবতার পটে গ্রামজীবন ও গ্রামীণ মানুষের দুঃখ-বেদনা আশ্চর্য সংবেদনশীলতায় প্রকাশিত।

কাহিনীকাব্যের বিশেষত লোককাব্যের ঐতিহ্যের অনুসারী হলেও, জসীমউদ্দীন আখ্যানকাব্য রচনায় কাহিনী সংগ্রহে বাস্তবতাবোধ ও সমাজচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন, তিনি হাত পেতেছেন গ্রামীণ জনজীবনে। সমাজ থেকে ঘটনা সংগ্রহ করে তিনি কল্পনা সৃষ্টিমহিমায় তাকে নতুন রূপ দিয়েছেন। লোক সঙ্গীতের ভাবমাধুর্য, রূপসৌকর্য, এবং গীতিঐশ্বর্য জসীমউদ্দীনের হাতে নতুন শিল্প মহিমা অর্জন করেছে; গ্রামজীবনকে অবলম্বন করে, জনজীবনে প্রচলিত ভাষা ও বাকভঙ্গী ব্যবহার করে, অপেক্ষাকৃত আধুনিক রূপরীতিতে যে কাব্য রচনা করা যায়, জসীমউদ্দীন তাই দেখিয়েছেন। শুধু কবিতা ও

(৩-এর পৃঃ দ্রঃ)

জসীমউদ্দীন স্মরণে

(৫-এর পৃঃ পর)

সঙ্গীত রচনাই নয়, গদ্য রচনায়ও রয়েছে তাঁর সৃজনীপ্রতিভা ও স্বাতন্ত্র্যের পরিচয়। তাঁর লেখা উপন্যাস, ভ্রমণকাহিনী, আত্মজীবনী একজন স্বতন্ত্রধর্মী শক্তিমান কবিকেই চিনিয়ে দেয়।

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কবি জসীমউদ্দীন আধুনিক বাংলা সাহিত্যে গ্রামজীবন ও গ্রামীণ সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠতম রূপকার, বিশ্বস্ত প্রতিনিধি। তাঁর রচনায় প্রতিফলিত হয়েছে গ্রামীণ মানুষের জীবন, তাদের সংস্কৃতির পরিচয়। এ দেশের মানুষ জসীমউদ্দীনের বিভিন্ন রচনায়, বিশেষ করে তাঁর কবিতা ও সঙ্গীতে নিজেদের জীবনই প্রত্যক্ষ করেছে, তাই তারা আত্মার আত্মীয়রূপে হৃদয়ে বরণ করে নিয়েছে এই কবিকে। আজও তারা মুগ্ধ হয়ে জসীমউদ্দীনের লেখা গান শোনে, তাঁ[illegible] কবিতা পড়ে কেঁদে বুক ভা[illegible] আজ তাঁর তৃতীয় মৃত্যুবা[illegible] দিবসে আমরাও স্মরণ করি ক[illegible] শ্রদ্ধা জানাই তাঁর স্মৃতির[illegible]